৩৪তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী, বৃহস্পতিবার, ৩০ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

প্রিয় নবীন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমন্ত্রিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিসিএস ৩৪তম ব্যাচে নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপণী কুচকাওয়াজে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

সফলভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ২৬ জন নারীসহ ১৪১ জন নবীন সহকারী পুলিশ সুপার আজ কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। অভিষেকের এই দিনে তোমাদের জন্য আমার শুভ কামনা রইল।

তোমাদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লাখ শহীদ ও নির্যাতিত ২ লক্ষ মা-বোনকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনস'র সদস্যরা। মুক্তিযুদ্ধে সারদা পুলিশ একাডেমিরও রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। এখানকার ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সকল পুলিশ সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য আমরা বাংলাদেশ পুলিশকে 'স্বাধীনতা পদক ২০১১' এ ভূষিত করেছি।

আমি আশা করি, গৌরবময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বাংলাদেশ পুলিশের নবীন কর্মকর্তারাও তাঁদের পূর্বসূরীদের ন্যায় দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও অসীম সাহসিকতার সাথে দেশের কল্যাণে কাজ করবেন।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির এই শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে-বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম সমাপনী কুচকাওয়াজের কথা। ১৯৭২ সালের ৯ মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রথম পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধনী ভাষনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ''একটা কথা আপনাদের ভুললে চলবে না। আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশী শোষকদের পুলিশ নন - জনগণের পুলিশ।''

এই বক্তব্যে জাতির পিতা আরো বলেন, ''আজকে আপনারা আরও প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা এমন পুলিশ গঠন করব-যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়।''

তাই পুলিশকে আমি সব সময় **আইনের রক্ষকের ভূমিকায় দেখতে চাই। দেশের প্রচলিত আইন, সততা এবং নৈতিক মূল্যবোধই** হবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পথ নির্দেশক।

মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে হাত দেন তখন স্বাধীনতা বিরোধীরা নির্মম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা

হয়। তার পরের ইতিহাস-দুঃশাসন, বঞ্চনা, স্বাধীনতা বিরোধীদের আস্ফালন আর বিচারহীনতার ইতিহাস। সেই থেকে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি একের পর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক বাংলাদেশ পুলিশ। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পুলিশের আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্ব দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত হচ্ছে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও সংঘাতপূর্ণ কর্মতৎপরতা রোধসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে।

সুধিবৃন্দ,

স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আইন-শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ মনে করি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়নে আমরা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অধিকাংশই ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি।

- আমরা **২০০৯** সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন ক্যাডারের **৭৩৯**টি পদ তৈরি করেছি।
- পুলিশের জনবল বাড়াতে আমরা বাংলাদেশ পুলিশে আরো **৫০,০০০** জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যে প্রায় **৪২,২২৫টি** পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বর্ধিত জনবলের সাথে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল এবং এই কাজে মদদদাতাদের আইনের আওতায় আনতে **'কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট'** গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- আমরা **'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ'** গঠন করেছি। ফলে গার্মেন্টসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
- আমরা আরো বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট যেমন-**'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)', 'ট্যুরিস্ট পুলিশ', 'নৌ পুলিশ' এবং ২টি 'স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন' ব্যাটালিয়ন** গঠন করেছি।
- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে আমাদের সরকার '**গার্ড এন্ড প্রটেকশন পুলিশ**' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
- দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণী হতে ১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীত করেছি।
- জাতির জনক প্রদত্ত আইজিপি'র র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পুনঃ প্রবর্তনপূর্বক **আইজিপি'র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায়** উন্নীত করেছি।
- সাইবার অপরাধ, তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহারসহ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পুলিশের প্রশিক্ষণ ও আধুনিকায়নে সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।
- **'এপিবিএন'** নামের বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারসহ সারাদেশে **৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার** স্থাপন করা হয়েছে। আরো ৪টি স্থাপনের কাজ চলছে।
- কনস্টবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য **ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন** করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল স্তরের পুলিশের জন্য তা বাস্তবায়ন করা হবে।
- পুলিশের সেবা জনসাধারণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছে দিতে **'বিডি পুলিশ হেল্প লাইন'** নামক অ্যাপ চালু করা হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধ তদন্তে পুলিশের সক্ষমতা বাড়াতে সিআইডিতে '**সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার' এবং 'সাইবার ক্রাইম ট্রেনিং সেন্টার'** স্থাপন করা হয়েছে।

- জাতির পিতার পথ অনুসরন করে পুলিশের বিভিন্ন স্তরে নারীদের নিয়োগ দিচ্ছি। ২০১৫ সাল থেকে ট্রাফিক সার্জেন্টেও নারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, **১৯৭৪ সালে জাতির পিতা সর্বপ্রথম পুলিশে নারীদের নিয়োগ প্রদান করেন।**
- আমরা পুলিশের আবাসন, রেশন, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক, যানবাহন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ সকল ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছি।

সুধিমন্ডলী,

জনগণের প্রত্যাশার অনুযায়ী-**চৌকস, পেশাদার, দক্ষ ও জনবান্ধব পুলিশ সার্ভিস** গঠনে আমাদের সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী **'হোম অব পুলিশ'** খ্যাত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদার সার্বিক উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি।

নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকল্পে প্রস্তাবিত একাডেমি সংলগ্ন পদ্মা নদী তীরবর্তী অতিরিক্ত ১০০ (এক শত) একর খাস জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদাকে '**Centre of Excellence**' হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার, জনবল বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় যানবাহন, সরঞ্জামাদি এবং লজিস্টিক সরবরাহ অব্যাহত রেখেছি।

এই একাডেমীর আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, ফরেনসিক ডেমোনাস্ট্রেশন ল্যাব, ড্রাইভিং ও শ্যুটিং সিমিউলেটর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। আমাদের সরকার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে '**পুলিশ স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা**' করেছে।

পুলিশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের কাছে দাবি-দাওয়া করতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আমি নিজ উদ্যোগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি।

জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশের অব্যাহত সাফল্য শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হচ্ছে। জঙ্গি বিরোধী অভিযানে পুলিশের যারা শহীদ হয়েছেন আমরা তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো।

আমি নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের বলব, **পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।** আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নবীন পুলিশ কর্মকর্তাগণ অর্জিত জ্ঞান, শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে দেশের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকবেন।

আমি বিসিএস ৩৪তম ব্যাচে নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ ক্যাডারের সকল শিক্ষানবিস সহকারি পুলিশ সুপারের পেশাগত সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...